বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন(বিজেএমসি)

**জাতীয়করণকৃত পাটকলসমূহ নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান (জাতীয়করণ) আদেশ ১৯৭২(রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ২৭,১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ-১০ অনুসারে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়।**

**চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বোর্ড অব ডিরেক্টরস কর্তৃক বিজেএমসি পরিচালিত হয়। বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ৩টি নন জুট প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৬টি মিল রয়েছে। ঢাকা অঞ্চলের অধীনে ৭টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধীনে ১০টি এবং খুলনা অঞ্চলের অধীনে ৯টি মিল রয়েছে। আঞ্চলিক মিলসমূহ দেখাশোনা ও সমন্বয়ের জন্য বিজেএমসির দুটি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে।**

**প্রতিটি মিলের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের জন্য চেয়ারম্যান বা বিজেএমসির যেকোনো পরিচালক এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিজেএমসি ও ব্যাংকের মনোনীত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে একটি করে পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।**

**পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট মিলের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকেন। এছাড়া সদস্যগণ মিল সুষ্ঠ ও দক্ষভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।**

**যে সমস্ত অঞ্চলে পাট উৎপাদিত হয়, সে সমস্ত এলাকায় ১৮২টি পাটক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে বিজেএমসি পাট ক্রয় করে।**

**বৃহত্তম পাটপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিজেএমসি প্রধানত হেসিয়ান কাপড়, ব্যাগ, বস্তার কাপড়, বস্তা, সুতা, জিও-জুট, কম্বল, মোটা কাপড়, সিবিসি ইত্যাদি প্রস্তুত করে থাকে, যা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক তন্তুজাত।**

**বিজেএমসির বিক্রয়বিভাগ এ সকল পণ্য দেশী ও বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। এভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিজেএমসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।**

**বর্তমানে বিজেএমসি জনবলের দিক থেকে দেশের সর্ববৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার প্রায় ৭০,০০০ শ্রমিক এবং ৫,৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী সরাসরি নিযুক্ত রয়েছে। পরোক্ষভাবে তাদের মাধ্যমে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষি পরিবার জীবীকা নির্বাহ করে থাকে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এদেশের ৫ কোটিরও অধিক সংখ্যক মানুষ পাট ও পাটশিল্পের উপর নির্ভরশীল।**

দর্শন

**স্বনির্ভর ও লাভজনক সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) কে প্রতিষ্ঠা করা।**

**লক্ষ্য**

* **বিজেএমসির জন্য বিশ্ববাজারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করা।**
* **স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে সর্বোৎকৃষ্ট মানের পাটজাত পণ্য উৎপাদন করা হয়।**
* **শতভাগ বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করা।**
* **কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তা করা**
* **কৃত্রিম আঁশ ব্যবহারের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারে উৎসাহিত করা।**

**পাট ও পাটশিল্পের উন্নয়নের জন্য সময়োপযোগী নীতি নির্ধারণে এবং বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ করা।**